দৈনিক জনকণ্ঠ

26 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অনিশ্চিত শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ সমাধান কি নেই?

শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের একটি বড় কৌশল। যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। পারে উপলব্ধি করতে সত্যের নিগূঢ়তাকে। যার শিক্ষার প্রসারতা যত বেশি সে তত বেশি কৌশলী। সত্য উদ্ভাবনে তার পারদর্শিতাও বেশি। জীবন ও জগত পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তার ধারণাও অনেক প্রশস্ত। অনেক সুস্পষ্ট। দেশে এ জন্য প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে তার সম্ভাবনাইবা কতটুকু? বিশেষ করে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ একেবারেই অপর্যাপ্ত। আসনসংখ্যা এতই সীমিত যা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে অভিভাবক মহলকে। ভর্তি সুযোগের অভাব-সঙ্কট করে তুলছে উদ্বিগ্ন। আর শিক্ষার্থীরা তো অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেই। হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে ভবিষ্যতের ভাবনায়।

১৯৯৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়

নির্মল চক্রবর্তী

উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর ৪ ভাগের ৩ ভাগই এবার ভর্তি হতে পারবে না। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষালাভ করার কোন অধিকার পাবে না তারা। কারণ শিক্ষার্থীদের হার বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বেড়ে ওঠেনি বর্ধিত শিকার্থীর জন্য অতিরিক্ত আসন সংখ্যা। তাই নিশ্চিতভাবেই এবার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার হারাতে চলেছে।

চলতি বছর সারা দেশে ৪ লাখ ৫০ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫শ' ৪৫ জন। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৯ হাজার ৬শ' জন। অবশিষ্টকরা পেয়েছে যথাক্রমে ২য় ও ৩য় শ্রেণী।

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, যে দেশের উল্লেখযোগ্য ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ৩টি কৃষি কলেজ স্নাতক পর্যায়ে সর্বমোট আসনসংখ্যা ৩ হাজার। এ ছাড়া ১৮৫টি সরকারী ডিগ্রী কলেজ এবং ২৬৭টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ স্নাতক পর্যায়ে ২০ হাজার আসনসংখ্যা রয়েছে। এতে করে স্নাতক পর্যায়ে সর্বমোট আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ হাজারের মতো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, চলতি বছরে দেশে নতুন যেসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো মিলিয়ে মোট আসনসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

অথচ চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৯ হাজার ৬শ' জন। এর অর্থ দাঁড়ায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কোন আসনই পাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐ ৪০ হাজার আসন শুধু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতেই শেষ হয়ে যাবে। আর তাতে করে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির সম্ভাবনা একেবারে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এভাবে প্রতি বছর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার স্নাতক পর্যায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অসংখ্য সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী।

শুধু স্নাতক পর্যায়েই নয়, প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। সরকারী পর্যায়ের হাঁক-ডাক তোড়-জোড় শুনে মনে হবে শিক্ষার আলোতে দেশ উদ্ভাসিত। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় স্কুলগামী সব শিশুই শিক্ষিত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। একটি সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার ১২ হাজার গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আর সেখানে প্রায় ৯ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ ছাড়া টাঙ্গাইল জেলারও ঐ একই অবস্থা। এখানেও ১১টি থানার দেড় হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আর এতে এখানেও প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এমনি করে দেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। রয়েছে আসনসংখ্যার অস্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা। এতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে অসংখ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আজ নিপতিত। ফলে সরকারের ২ হাজার সালের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী হতে চলেছে পুরোপুরি বানচাল।

জীবনের জন্য শিক্ষা। জীবিকার জন্য শিক্ষা। শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের জন্য। কিন্তু কিভাবে শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে? বিষয়টি নিয়ে এখনি গভীরভাবে ভাবা দরকার। কিন্তু ভাবনা যতই থাক বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? শিক্ষার ভবিষ্যত কি তাহলে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যাবে?